**সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব-১**

**মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ ও অদৃশ্য সকল সত্ত্বাই সবচে বেশী মূল্যবান!!**

**...ড. আখতারুজ্জামান।**

আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। ভাবনার বৈতরণীতে বিচরণ করতে করতে মাঝে মাঝে জীবন জগৎ ইহকাল পরকাল আল্লার অস্তিত্ব প্রাকৃতিক বিস্ময় এসব নিয়ে একটু গভীরভাবে ভেবে থাকি। তেমনি করে সৃষ্টির মাঝেও স্রষ্টার কে খুঁজে পেতে চেষ্টা করি; বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে স্রষ্টাকে অন্বেষণ করি। তাই আমার অনুসন্ধিৎসু মনে এখন বিশ্বাসের ভিত অনেক মজবুত হয়েছে! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে বোঝার জন্যে তেমন কোন বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই; সৃষ্টির বিস্ময় আর মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার আলোকেই খুব সহজেই আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছু বিনা কারণে সৃষ্টি হয়নি। প্রাকৃতিক যে সৃষ্টি তার পেছনে প্রাকৃতিক শক্তি (Natural Forces ) অবশ্যই কাজ করে; যেটা নাস্তিকেরাও ভাল করে স্বীকার করে। সেজন্যে আমি বলি কী প্রকৃত নাস্তিক বলতে কেউ নেই; কারণ অবস্থা দৃষ্টে নাস্তিকেরাও মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়ের কথা স্বীকার করতেই মহাশক্তিধর প্রাকৃতিক শক্তির কাছে অবদমিত হয়ে যায়। আর আমরা আস্তিকরা সেই মহাশক্তিধর প্রাকৃতিক শক্তি প্রয়োগকারীকেই তো সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে ধর্মীয় বাতাবরণের আলোকে তাঁর গুণকীর্তন করি নানান আঙ্গিকে। বস্তুত: আমি এখানে কোন নাস্তিককে আস্তিক বানাতে বসিনি বা কোন ধরনের বিতর্ক করতে চাইছি না; আমি শুধু এখানে আমার কিছু যুক্তিনির্ভর কথামালা তুলে ধরছি মাত্র; আপনাদের ভাল লাগলে ভাল, খারাপ লাগলে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন, প্লিজ।

লেখার শুরুতে বাংলার কিম্বদন্তী প্রয়াত: জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদের একটা কথা বেশ মনে পড়ছে। তিনি আস্তিক না নাস্তিক ছিলেন তাও জানিনে, তবে তিনি যখন জীবনের শেষদিকে আমেরিকার নিউইয়র্কে বসে তাঁর শরীরে বসবাসকারী কোলন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কেমোথেরাপী নিচ্ছিলেন, সে সময়ে তিনি প্রায়ই কিছু ফিচার লিখতেন বিভিন্ন বিষয়ে যার ব্রড হেডিং ছিল, “নিউইর্য়কের নীলাকাশে ঝলমলে রোদ”। তাঁর শেষ জীবনের কোন একটা লেখাতে তিনি আল্লার অস্তিত্বের বর্ণণা দিয়ে যেয়ে বেশ জোরোশোরে বলেছিলেন যে, “কোন সৃষ্টির পেছনে একজন স্রষ্টা থাকে, স্রষ্টা ছাড়া কিছু সৃষ্টি হয়না” । লেখক হুমায়ুন আহমেদের এই কথাটুকু আমার খুব ভাল লেগেছিল তাই সেটার রেশ ধরেই আমার আজকের এই লেখার অবতারণা।

সাধারণভাবে আমরা স্রষ্টা কে আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিশ্বাস করে থাকি এবং তিনি অদৃশ্যমান তাঁকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায়না; বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত্ব বা ফরমূলা দিয়ে প্রমাণ করা যায়না; শুধু তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে একটু গভীর গবেষণা করলেই তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়।

যারা নাস্তিক তাঁরা বলেন যেহেতু একবিংশ শতাব্দীর এই অধিকতর বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে বিজ্ঞান অনেকদুর এগিয়েছে, সুতরাং বিজ্ঞানের কোন সূত্রের আলোকে যেহেতু এটা প্রমাণ করা যাচ্ছেনা, সুতরাং আল্লাহ বলে কিছু নেই (নাউযুবিল্লাহ্!)।

আমি সেই তথাকথিত নাস্তিকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমাদের জ্ঞানই যেখানে সীমিত সেখানে এই সীমিত জ্ঞানে, এই মহাবিশ্বের বিশালত্বের তুলনায় কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। সেজন্যেই তো আজও কোন মানব মস্তিষ্ক জবাব দিতে পারে না “সময়(Time)” এবং “স্থান(Space)” এই দুটি বিষয়ের ? পৃথিবীর জন্ম ১৪০০ কোটি বছর, তার আগের সময় কত কোটি বছর ছিল? পৃথিবীর ওপারে মহাশূণ্য, তার ওপারে কী? ১,২,৩,..... ইনফিনিটি বা অসীম? অসীম কেন ? অসীম কে সসীম করতে পারছেন না কেন? কারণ ওখানে আপনার মস্তিষ্কের চিন্তা কে হ্যাকিং করা হয়েছে। আপনি একবার ভাবুন তো বাংলাদেশটা যদি এতটা বড় হয় তাহলে পৃথিবীটা কত বড়? আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই বা কতটা বিশাল? নির্বাক আপনি, নিরুত্তর আপনি!! জবাব নেই কারণ এত বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন এক নিমিষে চিন্তার করার মত জ্ঞানশক্তি নেই, আপনার মস্তিষ্কের নিউরনে। এসব প্রশ্নের উত্তর মানব সন্তানের পক্ষে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব, যদি তার আপাত: বিদ্যমান মস্তিষ্কের হার্ডডিস্ককে আপডেট করা না হয়। “সময়(Time) এবং “স্থান(Space)” এই দুটি সত্বাও অদৃশ্যমান ও প্রাকৃতিক তাই এগুলো তো না দেখেই বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি।

পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা আজতক অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন, এরমধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট মানব দেহের ইঞ্জিনের মত সপিসটেকেটেড ইঞ্জিন বোধকরি আর একটাও পাওয়া যাবে না। এই ইঞ্জিনের কলকব্জা এতটাই জটিল এবং নিখুঁত যা চিন্তা করতে গেলেই ধান্ধা লাগে। জন্মের পর থেকে এই দেহ ইঞ্জিন কাজ শুরু করছে আর চলবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। ভাবতে বিস্ময় লাগে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এই ইঞ্জিনের আবিষ্কারক কে? আমরা ছিটেফোটা একটু আধটু এই ইঞ্জিন মেরামত করতে পারলেও নতুন করে এমন ইঞ্জিন বানানোর কথা ভাবতেও পারিনা।

পৃথিবী সৃষ্টির পর প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার জন্যে অত্যবশ্যকীয় উপাদান হলো বাতাস ও পানি। এই বিশাল চাহিদার বাতাস ও পানি যদি আমাদেরকে কৃত্রিমভাবে বিদ্যুৎ তৈরির মত ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন করতে হতো তাহলে আমাদের বেঁচে থাকাই দায় হতো! কি সুন্দর করে আমরা প্রতিটি শ্বাস টানার সময়ে অক্সিজেন নিচ্ছি আর প্রশ্বাসের সময় বের করে দিচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড; গাছপালা করছে তার উল্টোটা; আর এই পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এতসব প্রাকৃতিক অবদান কোটি কোটি বছর কী বিনাকারণেই তৈরি হচ্ছে? এর পেছনে কী কোন্ শক্তি নেই? আমরা বলবো হ্যাঁ, অবশ্যই আছে!!

পৃথিবীতে মানুষ অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন কিন্তু কৃত্রিমভাবে কোন খাবার তৈরি করতে শেখেনি। কৃত্রিম খাবারের নামে হালে যেসব চাল, ডিম, পাতাকপি এখন চায়না থেকে আসছে তাতে জীবন সংহারকারী উপাদান বিদ্যমান, জীবন রক্ষাকারী উপদান নয়। আজও খাবারের জন্যে মানুষকে নির্ভর করতে হয় প্রাকৃতিক উৎস মাটি ,পানি ও সূর্যের উপরে।

এত গেল মানব কল্যাণের সাথে জড়িত বিষয়। আজও পৃথিবীতে মানব বিধ্বংসী যত ক্ষেপণাস্ত্র আছে তাঁর মধ্যে সবচে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র হলো ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, যার সবই প্রাকৃতিক এবং এসবের কাছে মানুষ সৃষ্টি পৃথিবীর শক্তিশালী মারণাস্ত্র একেবারেই অসহায়!

অধিকন্তু, আমরা আস্তিকেরা যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন না দেখে বিশ্বাস করি তেমনি পৃথিবীর অনেক শক্তিশালী কিছুর সাথে আমাদের নিরন্তর বসবাস যা আমরা চোখে দেখিনা। মানুষের, হৃদয়, মন, আবেগ, অনুভূতি, উচ্ছ্বাস, বুদ্ধিমত্ত্বা সবকিছুকে কি দেখা যায়? অথচ কী অপরিসীম শক্তি এখানে? পৃথিবীতে আজকে হানাহানি কানাকানি বন্ধ হয়ে যেত যদি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অদৃশ্য মনটাকে পরিশীলিত করে দেয়া যেত। সবার মস্তিষ্কের আপাত: গঠন একই অথচ কেউ গোমূর্খ আবার কেউ পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী! এই যে বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য একে কী আমরা দেখতে পাচ্ছি? না দেখেই তো বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি।

পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকে শুরু করে আজ অব্দি আমাদের চারপাশের অদৃশ্যমান বাতাসের মধ্যে আছে কোটি কোটি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক সিগন্যাল,কথা, বর্ণ, গন্ধ সহ আরো কত কী? অদৃশ্য বাতাসের উপরে নির্ভর করে চলমান রয়েছে, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট সহ অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কিন্তু সেই শক্তিশালী অদৃশ্য বাতাসকে তো আমরা না দেখেই বিশ্বাস করছি।

প্রাণী দেহের জীবাত্মা আরেক বিস্ময়কর অদৃশ্য সত্ত্বা। যদি এটা কে ধরে রাখা যেত তাহলো তো মানুষ বা অনান্য প্রাণী মারা যেত না, সেটাও আমাদের না দেখেই তো বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

এমনি খুঁজলে আরো অনেক প্রাকৃতিক ও অদৃশ্য সত্ত্বার উদাহরণ পাওয়া যাবে। তাহলে এতকিছু প্রাকৃতিক শক্তিশালী আর অদৃশ্য সত্ত্বাকে যখন না দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি তাহলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন না দেখে বিশ্বাস করতে আপনাদের এতটা কষ্ট আর কৃপণতা কেন?

এবার একটু কায়মনে ভাবুন তো এই যে দৃশ্যমান অদৃশমান মহা শক্তিশালী প্রাকৃতিক শক্তি ও সত্ত্বা এটার কী কোন চালক নেই? চালক বিহীন কোন কিছু তো আপনিতে চলে না!! আজকে যেটাকে প্রাকৃতিক শক্তি মনে হচ্ছে সেটার মূল উৎসের পেছনে অবশ্যই কোন না কোন চালক বা স্রষ্টা ছিলেন!!

তাই আসুন যারা আল্লাহ খোদায় বিশ্বাস করতে চায়না তাদের কাছে এই যুক্তিনির্ভর তথ্যগুলো উপস্থাপন করি। হয়ত এসব শুনে তাঁদের মধ্যে আল্লাহ পাকের বুঝ চলে আসলেও আসতে পারে। মহান আল্লাহ পাক পবিত্র মাহে রমজান মাসে আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন।

====================
দ্রষ্টব্য: ৩০.০৬.২০১৬ তারিখের ফেসবুকের ওয়ালে পোস্ট করে বেশ ভাল মন্তব্য পেয়েছিলাম, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেটা ডিলিট হয়ে গেছে। দুঃখিত।